দৈনিক খবর 48
তারিখ 14 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম (৫)

প্রসঙ্গ ঃ অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও সন্ত্রাস

●কাজী আবু আশরাফ●

আমাদের এই দেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এবং গণতন্ত্রে উজ্জীবিত সাড়ে এগারো কোটি মানুষের দেশ। শুধুমাত্র সমস্যা একটিই এবং তাহলো এ দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ অশিক্ষিত।

এ দেশের মানুষদের মধ্যে আশি ভাগ অশিক্ষিত হবার কারণে বিশ ভাগ শিক্ষিত মানুষ সুকৌশলে তাদের সকল অপকর্ম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। এটা অন্ততঃ সচেতন ব্যক্তিরা স্বীকার করবেন বলে বিশ্বাস।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের এই অশিক্ষিত মানুষরা শুধু সাধারণ শিক্ষায় অশিক্ষিত নন, ধর্মীয় শিক্ষায়ও অশিক্ষিত।

যারা শুধুমাত্র নিজের নামটা লিখতে পারেন কিংবা যারা নিজের নামটাও লিখতে পারেন না, এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। স্বাভাবিকভাবেই এসব ব্যক্তি বিশ ভাগ শিক্ষিত লোকের মারপ্যাঁচের মর্মভেদ বুঝে উঠতে পারেন না। তারা মনে করেন যেহেতু অমুক ব্যক্তি শিক্ষিত, সেহেতু তিনি জ্ঞানী এবং জ্ঞানী ব্যক্তি যা কিছু বলেন তা তাদের জন্য সর্বাত্মক কল্যাণকর। তাই দেখা যায়, বিশেষ করে মফস্বলে সমাজ পরিচালনায়, নির্বাচনে ইত্যাদি বিষয়ে তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করতে। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত ব্যক্তিরা সেই শিক্ষিত ব্যক্তির পদধূলি নিতে, আশীর্বাদ নিতে।

আবার অনেক সময় দেখা যায় কোন ব্যক্তি শিক্ষিত নন, তবে অঢেল অর্থ-সম্পদের মালিক- এমন ক্ষেত্রে সত্যিকার একজন শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির চেয়ে ঐ অশিক্ষিত অর্থ-সম্পদের মালিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্মানের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই অশিক্ষিত অর্থ-সম্পদের মালিক সব সময়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ গণ-মানুষের সমর্থন পেয়ে সাধারণতঃ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে এবং কৌশলে সাধারণ মানুষদের শোষণ করে থাকে। কিন্তু ঐ সাধারণ মানুষগুলো অশিক্ষার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সম্পদশালী ব্যক্তির শোষণ প্রক্রিয়া ধরতে পারেনা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে হারে অশিক্ষিত; ঠিক সেই একই হারে চরম অভাবগ্রস্ত। তাই দেখা যায়, সম্পদশালী ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হচ্ছে তারা। আর দ্বারস্থ হবার কারণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে সম্পদশালী ব্যক্তিরা সচরাচর নিজেদের প্রভুত্বকে স্বীকার করিয়ে নিতে বাধ্য করে।

একইভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা সম্পদশালী তারাও শহর এবং মফস্বলে তথা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখতে অথবা তা আরো বৃদ্ধি করতে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি কিছু কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও ব্যবহার করে থাকে।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্য বুভুক্ষু থাকলে অথবা আর্থিক দৈন্যতা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে ওষুধ-পথ্যের অভাবে দ্বারে দ্বারে, পরিচিত-অপরিচিতদের সবিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। করুণা ভিক্ষা চাচ্ছে, কিন্তু বিনিময়ে কোন সাহায্য-সহযোগিতা তো পাচ্ছেই না, বরং সম্পদশালী ব্যক্তির কাছ থেকে নিগৃহীত ও অপমানিত হচ্ছে।

উক্ত দুই শ্রেণীর অধিকাংশ সম্পদশালী ব্যক্তির অঢেল অর্থ সম্পদ থাকার পরও দেখা যায় তারা প্রকৃত নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের আর্থিক দৈন্যতা দূর করতে সচেষ্ট হন না। সাধারণতঃ সম্পদশালী ব্যক্তি তার স্বার্থ সংরক্ষণে যারা সহযোগিতা করে থাকে বা তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থন যোগায় তাদেরকে শুধুমাত্র সম্পদ বা অর্থের একটা উচ্ছিষ্ট অংশ দিয়ে থাকে। যার কারণে দেখা যায়, সম্পদশালী ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতাকারী এবং সমর্থকরাও তাদের আর্থিক দৈন্যতা পরিপূর্ণভাবে মেটাতে ব্যর্থ হয়।

শিক্ষিত বা অশিক্ষিত অর্থ-সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের অর্থ সম্পদের দাপটে সব সময়ই দেখা যায় স্থানীয় সরকারী প্রশাসনকে করায়ত্ত করে রেখেছে। অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারে দেখা যায় শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসন নয়, সরকারের উপর মহলের কর্মকর্তা তথা আমলা এবং অনেক সময় সরকারের মন্ত্রী মহোদয়রাও তাদের তাঁবেদারী করে যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত বিবেকবান যারা সমাজে সংখ্যায় অতি নগণ্য তারা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে নিষ্পেষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকেন। এসব মহান ব্যক্তিত্ব কখনও ঐ সব সম্পদশালী ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি বাকযুদ্ধে কিংবা মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হতে চান না।

এর মূলতঃ কারণ হচ্ছে প্রথমতঃ বিবেকবর্জিত ও লোভী সম্পদশালীদের তুলনায় শিক্ষিত বিবেকবান ব্যক্তিদের অর্থ সম্পদ একেবারেই কম। দ্বিতীয়তঃ বিবেকবর্জিত সম্পদশালীদের সাথে সরকারী প্রশাসনের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের গোপন আঁতাত এবং পাশাপাশি আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে লালনকৃত সন্ত্রাসী, খুনী ব্যক্তিদের মানবতা বিরোধী ক্রিয়াকলাপের আশংকা। তৃতীয়তঃ বিবেকবান ব্যক্তিত্বদের আত্মসম্মানবোধ।

তাই সংখ্যায় নগণ্য বিবেকবান সচেতন ব্যক্তিত্বরা বিবেকবর্জিত অর্থ সম্পদশালী ব্যক্তিদের সকল প্রকার অসামাজিক ও মানবতা বিরোধী তথা বিবেকবর্জিত সকল অপকর্মের বিরোধিতা সাধারণতঃ করে থাকেন পত্রিকায় বিবৃতি বা লিখনীর মাঝে।

যদি কোন সচেতন ও বিবেকবান ব্যক্তিত্বের পক্ষে পত্রিকায় বিবৃতি বা সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না থাকে তবে বাধ্য হয়েই ক্ষোভে ও দুঃখে নীরবে অঙ্গার হতে থাকেন।

আবার যাঁরা সরাসরি ঐসব বিবেকবর্জিত সম্পদশালীদের অসামাজিক ও মানবতা বিরোধী অপকর্মের বিরোধিতা করতে বা তাদের নানাবিধ অপকর্ম প্রতিহত করতে কখনও এগিয়ে যান, তখন দেখা যায় বিবেকবর্জিত ঐসব সম্পদশালী ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হাজত বাস করাতে কিংবা সন্ত্রাসবাদীদের মাধ্যমে হত্যা করতে।

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, মূলতঃ সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয় সমাজের ঐ সব বিবেকবর্জিত সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ। এদের নানাবিধ অপকর্মকে অবলোকন করেও সংশ্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরাও অনেক সময় সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকর্মে উৎসাহ পেয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় যেহেতু তাদের অঢেল অর্থ-সম্পদ নেই, সেহেতু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের কুনজরে পড়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও বিবেকবর্জিত সম্পদশালীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য হয়েও এরা কখনও কখনও স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত হয় এবং কারাবাস করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু যারা এই সমাজের বিবেকবর্জিত সম্পদশালীদের প্রভুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে একনিষ্ঠভাবে সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত থেকে খুন-খারাবীসহ নানা প্রকার মানবতা বিরোধী অপকর্ম চালিয়ে যায়, তারা সাধারণতঃ তেমন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় না। কদাচিৎ যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের কাছে তারা ধরাও পরে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে বা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাদের মানবতাবর্জিত প্রভুদের আশীর্বাদে মুক্ত হয়ে আসে এবং অতঃপর তাদের সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপসহ সকল অপকর্ম আরও তোড়জোড়ভাবে শুরু করে দেয় দীপ্ত কঠিন প্রত্যয় নিয়ে।

তাই দেখা যায়, ঐ সব সন্ত্রাসবাদীদেরকে বিবেকবান ও সচেতন ব্যক্তিত্বরাই শুধু নয়, দেশের সকল সাধারণ ও নিরীহ মানুষ ভয় পাচ্ছে। আর এই ভয়-ভীতির সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সন্ত্রাসীরা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে থাকে।

দেশে যখন নির্বাচন হয় তখন দেখা যায়, প্রার্থীদের সমর্থন যোগাচ্ছে দেশের বিবেকবর্জিত সম্পদশালীরা। প্রার্থীদের পক্ষাবলম্বন করবার প্রাক্কালে এরা পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব নেয় প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করাতে। বিনিময়ে প্রার্থীর কাছ থেকে এরা গ্রহণ করে বিস্তর অর্থ। আর এই অর্থের একটা অংশ তারা খরচ করে তাদের লালিত সন্ত্রাসীদের পেছনে। সন্ত্রাসীদের সাথে তাদের আবার শর্ত থাকে প্রয়োজনে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রার্থীকে জয়যুক্ত করাবার।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবার এটাও দেখা যায় যে, একেবারেই দুস্থ ও সর্বহারাদের কাছ থেকে বিশ ত্রিশ টাকার বিনিময়ে ভোট ক্রয় করতে। এই ভোট ক্রয় পদ্ধতিটাও চলে সমাজের ঐ সম্পদশালী মানবতাবিরোধীদের মাধ্যমে।

স্বাভাবিকভাবেই আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই নির্বাচনে যারা প্রার্থী হন তারা অঢেল অর্থের মালিক এবং যে প্রার্থী নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন তিনিই জয়যুক্ত হয়েছেন।

অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে কম অর্থ খরচ করেও একজন প্রার্থী জয়যুক্ত হয়েছেন। এই ধরনের প্রার্থীদের জয়যুক্ত হবার মূল কারণ হল তারা সারাটি জীবন সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রেখে নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করবার প্রয়াস চালিয়েছেন। আবার এমন সব প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাদের জনসমর্থনে হিংসাপরায়ণ হয়ে সন্ত্রাসীদের দিয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়েছে। এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেছে, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

বিবেকবর্জিত ও মানবতা বিরোধী সম্পদশালীদের মাধ্যমেই যে বঙ্গবন্ধুকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ও বঙ্গবন্ধুর নিকটতম আত্মীয়দের হত্যা করা হয়েছিল তা আজ আর গোপন নেই।

ওরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, নির্বাচনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে কোন দিন সরানো যাবে না। কারণ বঙ্গবন্ধুর বিপুল জনপ্রিয়তা ষড়যন্ত্রকারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে ফেলেছিল।

আর বঙ্গবন্ধুর ঐ জনপ্রিয়তার মাঝে ফাটল ধরাতেই ওরা সেদিন একের পর এক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে গেছে এবং অত্যন্ত কৌশলে ও অতি সন্তর্পণে সুপরিকল্পিতভাবে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজও সেই তাদেরই মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগের ক্ষতি সাধনে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের নানাবিধ অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

আজ যদি দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ অশিক্ষিত না হয়ে বিশ ভাগ লোক অশিক্ষিত হতো এবং আশি ভাগ মানুষ শিক্ষিত হতো তবে আমার মনে হয়, মুষ্টিমেয় কিছু ষড়যন্ত্রকারীর বিষ দাঁত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত এবং সন্ত্রাসবাদেরও অবসান ঘটতো।